

গ্রীসে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন

গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হলো। ৪ জুন সন্ধ্যায় এথেন্সের বাংলাদেশ দূতাবাসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গ্রীসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জসীম উদ্দিন। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এবং গ্রীক নাগরিক উৎসব মুখর পরিবেশে স্মরণ করেন বাংলা সাহিত্যের দুই পুরোধা ব্যক্তিত্বকে। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী এবং তাঁদের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি এই দুই মহৎ ব্যক্তিত্বের অমর সব সৃষ্টি নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপিত হয়। স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন দোয়েল ও স্বরলিপি এবং দূতাবাস পরিবারের সদস্যবৃন্দ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

এ বছরের অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব হলো - এই প্রথম রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তীর আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেন গ্রীক নাগরিকগণ, যা গ্রীস ও বাংলাদেশের মধ্যে নিবিড়তর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও নৈকট্যের পরিচয় বহন করে। অনুষ্ঠানে গ্রীক নাগরিকদের মধ্যে এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ডঃ ডিমিট্রিওস ভাসাইলিদিস কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন এবং নজরুল গবেষক কনস্টান্টিনোস কালাইতজিস বিদ্রোহী কবির উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনা শেষে ডঃ ডিমিট্রিওস ভাসাইলিদিস রবীন্দ্রনাথের উপর গ্রীক ভাষায় একটি বই বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে উপহার দেন। এছাড়া দুই জন গ্রীক শিল্পী রবীন্দ্র সংগীত এবং নজরুল গীতি পরিবেশন করে অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা যোগ করে।

গ্রীসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জসীম উদ্দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিদের ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন প্রজন্মকে রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্য পাঠে আগ্রহী করে তোলার জন্য অভিবাধকদের আহ্বান জানান। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের গানের উদ্দীপনাময় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বর্তমান বাংলাদেশেও বিশেষত নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র দূরীকরণে তাঁদের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে গ্রীক নাগরিকদের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রতীক রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তীতে গ্রীক নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুই দেশের আন্তঃজনগণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন নতুন সূচনা হলো, তেমনি এর মাধ্যমে বাংলাদেশ-গ্রীসের মধ্যে বহুমুখী সহযোগিতা আরোও নিবিড়তর হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হলো।

